দামুড়হুদার পাটাচোরায় তিন জমজ কন্যা সন্তানের জন্ম

দামুড়হুদা উপজেলার পাটাচোরায় একসঙ্গে একসঙ্গে তিন কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন শিখা খাতুন নামে এক গৃহবধূ। সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে তিনি সন্তানের জন্ম দেন। শিখা খাতুন সৌদি প্রবাসি পাটাচোরা গ্রামে হামজার আলীর স্ত্রী।
ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে তারা তিনজন এবং তাদের মা সুস্থ আছে এমনটিই জানালেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রভাষক শরীফুল আলম মিল্টন।
তিনি আরো জানান, আজ একটি বা জমজ নয়, পাটাচোরা গ্রামে হামজার আলীর স্ত্রী শিখা খাতুনের জন্ম দেওয়া একসাথে তিন কন্যা সন্তান দেখতে গেলাম। তার আগেও দুটি কন্যা আাছে। ছয় সেট পোশাক আর কিছু অর্থ সহযোগিতা করলাম। সন্তানের পিতা ভাগ্যের অণ্বেষনে সৌদি পাড়ি জমিয়েছে একমাস আাগে। মায়ের দুধ বাচ্চা দুটির জন্য যথেষ্ট নয়। দরিদ্র পরিবারের জন্য কৌটার দুধ কেনা সম্ভব হচ্ছেনা। কেউ চাইলে সাহায্য করতে পারেন। বাচ্চা এবং প্রসূতী সুস্থ আছে। তাদের জন্ম নিবন্ধনটা সম্পন্ন হয়েছে। রাশিদা, রাফিয়া, রাইশা মেয়েদের নাম রাখার সৌভাগ্য হলো আমার।

আলমডাঙ্গায় চাচার ধারালো অস্ত্রের কোপে কন্যা সন্তানসহ পিতা-মাতা জখম

আলমডাঙ্গার গড়গড়ি গ্রামে টাকা চুরির অভিযোগ তুলে শিশু কন্যাসহ তার পিতা-মাতাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে পিংকি খাতুন নামের মহিলা আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। ঘটনাটি শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে জেহালা ইউনিয়নের গড়গড়ি ঘটেছে। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়গড়ি

গ্রামের দিনমজুর বাবুল হোসেন তার আপন ভাই মোমিন এর সাথে পারিবারিক গোলোযোগ চলে আসছে।
গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে বাবুলের শিশু কন্যা জান্নাতুল
(৭) কে মমিনের ঘর থেকে টাকা চুরির অভিযোগ তুলে গালাগালি করতে থাকে।
এ সময় কন্যা সন্তান জান্নাতুলের মা পিংকি খাতুন প্রতিবাদ করলে মোমিন, অমিত ও রোকেয়া খাতুন তার ১ বছরের শিশুকে কোল থেকে উঠানে ছুড়ে মারে। পরে, পিংকিকে ও তার ৭ বছরের শিশু কন্যা জান্নাতুলকে ঘরের মধ্যে আটকে দেশিয় অস্ত্র দিয়ে কোপ মারলে শিশু জান্নাতুল গুরুত্বর আহত হয়।
মা পিংকি ঠেকাতে গেলে তাকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারলে সেও গুরুত্বর জখম হয়।
মারামারির ঘটনাটি পিংকির স্বামী বাবুল জানতে পারলে দ্রুত বাড়িতে গেলে মোমিন, অমিত ও রোকেয়া ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপালে রক্তাক্ত জখম হয় বাবুল। এসময় স্থানীয়দের সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
এ ঘটনায় গুরুত্বর জখম অবস্থায় চিকিৎসা নিয়ে শিশু কন্যা জান্নাতুলকে সাথে নিয়ে আলমডাঙ্গা থানায় হাজির হয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

মুজিবনগরে ইটভাটা মালিক সমিতির কমিটি গঠন

ইটভাটা মালিক সমিতির মুজিবনগর উপজেলার কমিটি গঠন করা হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ আমাম হোসেন মিলু সভাপতি ও তসলিমুল ইসলাম সজলকে সাধারন সম্পাক করে ০৮ সদস্য বিশিষ্ট মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্যে সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান ফজলু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিমুল বারী মুকুল, কোষাধ্যক্ষ আলহাজ আনারুল মিয়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক রুমনুজ্জামান (রুমন), কার্যনির্বাহী সদস্য মিজানুর রহমান (চঞ্চল) ও সোনা গাইন। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুজিবনগর সূর্যউদয়

রেষ্টহাউজে এক আলোচনা সভা শেষে ওই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গা-যশোর ও খুলনা- মেহেরপুর রুটে সরাসরি বাস চলাচল বন্ধ

চুয়াডাঙ্গা-যশোর ভায়া জীবননগর-কালীগঞ্জ রুটে সরাসরি বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে যশোর ও কালীগঞ্জ মোটর মালিক সমিতি। ২০২০ সালের ৬ ডিসেম্বর হতে প্রায় চার মাস যাবৎ সরাসরি বাস চলাচল বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা মালিক সমিতির বাস নিয়মিত চুয়াডাঙ্গা থেকে সরাসরি যশোর পর্যন্ত চলাচল করে থাকে। অপরদিকে কালীগঞ্জ ও যশোর মালিক সমিতির বাস যশোর থেকে ছেড়ে এসে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত চলাচল করে। উভয়পক্ষের মালিক সমিতির ভেতরে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ায় যশোর ও কালীগঞ্জ বাস মালিক সমিতির বাস হাসাদাহ পর্যন্ত চলাচল করছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

একই ঘটনার পর গেল ১৫ মার্চ থেকে মেহেরপুর থেকে ঝিনাইদহ হয়ে খুলনা রুটে চলাচলকারী সোহেল ও আর এ পরিবহন বন্ধ করে দেয় কালীগঞ্জ মোটর মালিক সমিতি। তবে কি কারনে বাস চলাচল বন্ধ করা হয়েছে সে বিষয়ে এখনো জানা যায়নি।

কালীগঞ্জ মোটরমালিক সমিতি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৬ সাল থেকে কালীগঞ্জ-আলমডাঙ্গা রুটে ২৬টি ট্রিপে কালীগঞ্জ মোটরমালিক সমিতির বাস চলাচল করত কিন্তু চুয়াডাঙ্গা মিনিবাস মালিক সমিতির কর্মকর্তারা কোনও কারণ ছাড়া জোর পূর্বক ট্রিপগুলি দখল করে নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে যাচ্ছেন। যার কারণে কালীগঞ্জ মিনিবাস মালিকদের চরম লোকসান গুনতে হচ্ছে।

২০১৩ সালে ঠিক এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন সমস্যার সমাধান হতে দীর্ঘ সময় লাগে। আবারও মালিক সমিতির দ্বন্দ্বের কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হওয়াতে যাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

দর্শনা হতে যশোর যশোর গামী যাত্রী জিনাথ হোসেন বলেন, তিনি প্রতি সপ্তাহে কাজের জন্য যশোর যান, কিন্তু সরাসরি বাস বন্ধ থাকায় তার সময় বেশি অপচয় হচ্ছে এবং যাত্রা খরচ ও বেড়ে গেছে। খালিশপুর থেকে দর্শনা গামী অফিস যাত্রী শাহিদ হোসেন বলেন, তিনি রেগুলার খালিশপুর থেকে দর্শনা যান অফিস করতে, সরাসরি বাস না থাকায় প্রায় পড়তে হচ্ছে ভোগান্তির মুখে। অনেকদিন অফিসে দেরিতে পৌছাচ্ছেন তিনি।

কালীগঞ্জ থেকে মেহেরপুর গামী এক নারী যাত্রী বলেন, তার শ্বশুর বাড়ি মেহেরপুর, তিনি পূর্বে সরাসরি বাস থাকায় সহজে যাতায়াত করতে পারতেন, হঠাৎ বাসস্টান্ডে এসে জানতে পারেন বাস বন্ধ, তিনি তার পাঁচবছর বয়সী শিশু সন্তান দুইটি বড় ব্যাগ নিয়ে এখন দুঃচিন্তায় আছে যে কিভাবে মেহেরপুর পৌঁছাবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শাপলা বসের চালক জানান, যাত্রীরা চরম দূর্ভোগের স্বীকার হচ্ছে।
মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দূর্ভোগ তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছে দিন দিন। কিন্তু উপর মহলে থাকা মালিক সমিতির সিদ্ধান্তের কাছে জিম্মি যানবাহনের স্টাফ সহ যাত্রীরা। তারা দ্রুত এ সমস্যার প্রতিকার চান।
বাস বন্ধ থাকার কারন জানতে চাইলে তিনি জানান, যশোর, কালীগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা মোটর মালিক সমিতির মধ্যে বাসের ট্রিপ সংখ্যা নিয়ে ভাগাভাগির জের ধরে বিরতিহীন ভাবে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ মোটর মালিক সমিতির সভাপতি ফরিদ উদ্দীন বলেন, চুয়াডাঙ্গা মালিক সমিতির কর্মকর্তাদের মৌখিক ভাবে বারবার বলা হয়েছে বিষয়টি সমাধান করার জন্য কিন্তু তারা কোনও আমলে নিচ্ছেন না।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা-যশোর ভায়া জীবননগর রুটে চুয়াডাঙ্গা থেকে ৪০টি বাস চলাচল করে। এর মধ্যে খুলনা রুটের বাসও রয়েছে। ২০১৩ সালে একই রুটে অবৈধ যানবাহন চলাচল বন্ধের দাবিতে কালিগঞ্জ মোটর মালিক সমিতির বাঁধার মুখে ২০ মাস ১১ দিন সরাসরি বাস চলাচল বন্ধ ছিল। ওই সময়েও হাসাদহ পর্যন্ত বাস চলাচল করতো

পাতিহাঁসে স্বাবলম্বী অনেকেই

এম এফ রুপক:
আল হাসিব। মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের মুদি দোকানদার বিল্লাল হোসেন এর ছেলে। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারনে লেখাপড়া বেশি করতে পারেনি। বাবার ব্যবসার অবস্থাও তেমন ভালো না। নিজে চেষ্টা করেছেন গার্মেন্টস এর দোকন দিতে সেখানেও ব্যার্থ হয়েছেন। ইউটিউবে পাতি হাস পালনের প্রামান্য চিত্র দেখে অনুপ্রানিত হয় হাসিব। বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদের পাশে ছোট্ট টিনের ঘর তৈরি করে প্রথম অবস্থায় ২০টি পাতিহাঁস পালন শুরু করে। পরবর্তিতে পরিবারের সহায়তায় আরও ৫০টি হাসের বাচ্চা কিনে পালন শুরু করে। বর্তমানে হাসিবের হাঁসের সংখ্যা প্রায় ৮শ। দেড় বছরে পাতিহাঁস পালনে বাজিমাত করেছেন ২৪ বছরের এই তরুন। বিশেষ কায়দায় ভৈরবের কিছু অংশ ঘিরে চালিয়ে যাচ্ছেন হাস পালন। মাস শেষে প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ বাদে উপার্জন হয় তার।
স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প শোনাতে গিয়ে হাসিব বলেন, ইউটিউববে দেখে অনুপ্রানিত হই। তারপর ভৈরবের ধারে হাস পালন শুরু করি। ডিম ও মাংসের চাহিদা বেশি থাকায় অল্প সময়ের মধ্যে বেশ সফল হয়েছি। বর্তমানে আমার খামারেই ইনকিউবেটরের সাহায্যে হাঁসের বাচ্চা ফোটানোর কাজও হয়। প্রতিদিন প্রায় ৪শ ডিম সংগ্রহ করতে পারি। এছাড়াও হাঁসের বাচ্চা কিনতেও আসে আমার খামারে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ভৈরবের ধারে হওয়ায় খাবারও কম লাগে।
রাজাপুর গ্রামের আব্দুর রহমান নামের এক চা দোকানি ভৈরবের ধারে গড়ে তুলেছেন হাসের খামার। চা বিক্রির পাশাপাশি আব্দুর রহমান ও তার স্ত্রী ইসমত আরা মিলে পালন করছে পাতিহাঁস। দুজনের চেষ্টায় হাস পালনে বেশ স্বাবলম্বী তাদের পরিবার। তাদের খামারে রয়েছে প্রায় ৪শ পাতি হাস। পাশাপাশি রয়েছে ১০টি রাজা হাস। মাংস ও ডিম বিক্রি করে খরচ বাবদ ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা উপার্জন হয়। প্রতিটি ডিম বিক্রি হয় ৮ টাকা দর ও মাংস বিক্রি হয় ১৮০ টাকা কেজি দরে। ইসমত আরা জানান, চা বিক্রি করে সংসার চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। কোন উপায় না পেয়ে আমরা দুজনে মিলে পাতিহাঁস পালন শুরু করি। প্রথম অবস্থায় ১০টি ডিম দেওয়া হাঁস কিনি। তারপর একটি এনজিও থেকে লোন করে ভৈরবের ধারে হাঁস পালনের জন্য খামার তৈরি করে ১শ মত হাস কিনে পালন শুরু করি। বছর না পেরোতেই বাচ্চাসহ বর্তমানে আমার হাসের সংখ্যা প্রায় ৪শ।
প্রদিপ্ত সাহা সজল। মেহেরপুর শহরের হালদার পাড়ার সুদিপ্ত সাহার

ছেলে। মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে অর্নাস শেষ করেছেন। চাকরির পিছনে না ছুটে রাধাকান্তপুর সংলগ্ন ভৈরবের ধারে গড়ে তুলেছেন পাতিহাঁসের খামার। সজলের খামারে রয়েছে ২ হাজার পাতি হাস। দুই বছরের পরিশ্রমে এখন প্রতি মাসে প্রায় ২ লাখ টাকা আয় হয় তার। নিজের খামারে ডিম উৎপাদনের পাশাপাশি মাংস ও বাচ্চা উৎপাদনও করছেন।
সজল জানান, পাতিহাস পালনে তেমন একটা খরচ হয় না। এদের রোগ বালাই কম। সকালে ভৈরব নদে ছেড়ে দেওয়া হয়, বিকালে আবার নিজেরাই খামারে ফিরে আসে। সারা দিন ভৈরব নদে চরে বেড়ায়। তাই বাইরে থেকে খুব কম খাবার দিতে হয়। কিছু দিন আগে ১ হাজার হাঁস বিক্রি করেছি। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় থেকে ২৫০ টাকা পিচ দরে কিনে নিয়ে গেছে এক খামারের মালিক।
বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুর। এই জেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভৈরব নদ। এই নদকে কেন্দ্র করে দুপাশে বেশ কিছু পরিবার এভাবেই গড়ে তুলেছে পাতিহাঁসের খামার। বেকার যুবকরাও হাস পালন করে বেশ স্বাবলম্বী হচ্ছে। বাজারে মাংস ও ডিমের বেশ চাহিদা। মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়ার বাজারে বিক্রি হচ্ছে হাসের ডিম ও মাংস। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেহেরপুরে আসছেন হাসের বাচ্চা ও ডিম কিনতে।
পাতিহাঁস পালন করে স্বালম্বী হয়েছেন গাংনী উপজেলার ৭০ বছরের বৃদ্ধ সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, ৩০টি হাঁস নিয়ে ছোট একটি খামার তৈরি করি। সে সময় বয়স ও দারিদ্রতার কারনে তেমন কিছু করার সামর্থ্যও ছিল না। বর্তমান খামারের প্রায় ৭শটির মত হাঁস আছে। প্রতিদিন ২শ থেকে ২৫০টি হাঁসের ডিম সংগ্রহ করি। প্রতিটি ডিম বিক্রি হয় ৭-৮ টাকায়।
মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের আশরাফুল ও সাদেক আলী দুজনে মিলে গড়ে তুলেছেন হাঁসের খামার। বিদ্যাধরপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদের কিনারাই তাদের ১০ কাঠা জমি জুড়ে এই খামার। ১ হাজার পাতিহাঁস আছে খামারে। সাদেক আলী জানান, ১২শ হাসের বাচ্চা কিনে শুরু দুজন মিলে শুরু করেছিলাম। বর্তমানে ১ হাজার টিকে আছে। এখনো সব গুলো ডিম দেওয়া শুরু করেনি। তবে আশা করছি ৫শ হাঁস ডিম দেবে।
মেহেরপুর জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম জানান, বর্তমানে গরু ছাগল পালনের পাশাপাশি হাস-মুরগী পালনেও বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে মানুষ। বিশেষ করে ভৈরব নদকে কেন্দ্র করে হাসের খামার গড়ে উঠেছে অনেক। মেহেরপুরের জন্য ভৈরব একটি আশির্বাদ। সেই সাথে মেহেরপুরে পাতি হাস পালন একটি অপার সম্ভাবনাময় খাত। এর ডিমের

পুষ্টগুন অনেক ও মাংসও বেশ সুস্বাদু।
মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক স্বপন কুমার খা জানান, মেহেরপুরে ইতিমধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে পাতিহাঁস পালন। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে বাচ্চা ও ডিম কিনতে। হাঁস পালনে তেমন খরচ হয় না । এদের খুব একটা পরিচর্যাও করা লাগে না। নিজেদের ইচ্ছেমত বেড়ে উঠে। মেহেরপুর কৃষি বিভাগ থেকে এই ধরনের খামারিদের এগিয়ে নিতে তাদের যেকোন সহযোগীতা করতে আমরা প্রস্তুত আছি। এছাড়াও উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তারা খামারে খামারে গিয়ে খামারিদের পরামর্শ দিচ্ছেন। আর্থিক ভাবেও সহযোগী করা হচ্ছে। যাতে খামারি সহজ শর্তে লোন তুলতে পারে সে ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে আব্দুল লতিফ মল্লিক ওরফে আরিফ (৫০) নামের এক মুদি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আব্দুল লতিফ মল্লিক চুয়াডাঙ্গা রেলপাড়ার মৃত গোলাম নবী মল্লিকের ছেলে। আজ শুক্রবার সকাল ১১ :৩০ ঘটিকা দিকে চুয়াডাঙ্গা রেলগেটের ২০০ গজ উত্তরে ১৩/৯৩ পিলারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তার মরদেহ রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে রাখা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, চুয়াডাঙ্গা স্টেশন রোডে আব্দুল লতিফ মল্লিকের মুদিখানার দোকান আছে। সকালে তিনি দোকান খুলে আবার দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার পথে রেললাইন পার হওয়ার সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা কপোতাক্ষ ট্রেনের নিচে পড়ে নিহত হন। তার মাথা ধর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ফাঁড়িতে রাখে।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির এসআই নরেশ চন্দ্র ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই তার দাফন হবে। এ জন্য একটি অপমৃত্যু মামলা হবে।

মেহেরপুরে দলিত শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করাই চ্যালেঞ্জ

জীবন বিকাশের অত্যাবশ্যক সহায়ক হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া কোন মানুষই সভ্য হতে পারে না। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা গ্রহণ তো বলাই বাহল্য। নানান সংকটের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হয় তাদের। তাদের মধ্যে অন্যতম দলিত বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তানেরা। প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কিভাবে তাদের আগামীতে সুরক্ষিত রাখা যায়- সেটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দলিত জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যত প্রজন্মের শিক্ষা কতটা সুরক্ষিত? এটি একটি বড় প্রশ্ন অনেকের কাছে।

দলিত শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করণের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় নিয়ে কথা হয় বিভিন্ন জনের সাথে। তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, আর্থিক টানাপোড়ন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে বসবাস করা, মর্যাদাহীন পেশায় লিপ্ত থেকে মানসিকভাবে হিনমন্যতায় ভোগা, সংঘবদ্ধভাবে শিশুদের সামনে বিভিন্ন ধরণের নেশাদ্রব্য ব্যবহার করা, ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেয়া, অভিভাবকদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা করতে না পারা, নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং সমাজে দলিত জনগোষ্ঠীকে আলাদা চোখে দেখা- শিশুদের শিক্ষা বা বিদ্যালয়মুখী না হওয়ার অন্যতম কারণ। শিশুদের শিক্ষা সুরক্ষায় উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে আমলে নিয়ে সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে । তা নাহলে প্রান্তিক এই শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবে ।

মেহেরপুর সুইপার কলোনীতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ১৫ বছর বয়সী অপূর্ব বাঁশফোড় শহরের ড্রেণ পরিস্কারের কাজ করছে । ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে ১৬ বছর বয়সী আদরী বাঁশফোড়, ২য় শ্রেণী পর্যন্ত ১৫ বছর বয়সী জ্যোতি বাঁশফোড় ও রেখা বাঁশফোড় লেখাপড়ার ইতি টেনে বাড়িতেই থাকে।
৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ১৮ বছর বয়সী রাজন বাঁশফোড়, ২য় শ্রেণী পর্যন্ত ১৫ বছর বয়সী রাকেশ বাঁশফোড়, ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ১৯ বছর

বয়সী শুভ বাঁশফোড়, ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ২০ বছর বয়সী কৃষ্ণা বাঁশফোড়, ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ১৭ বছর বয়সী বিকি বাঁশফোড়, ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ১৭ বছর বয়সী গোপী বাঁশফোড় ও ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ১৯ বছর বয়সী দ্বিপক বাঁশফোড়, এরা সকলেই শহরের বিভিন্ন স্থানে ঝাড়ুদারের কাজ করছে ।
৭ম শ্রেণী পর্যন্ত ১৫ বছর বয়সী বৈশাখী বাঁশফোড় ও ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ১২ বছর বয়সী শ্যামলী বাঁশফোড় সেলাই মেশিনে কাজ করে সংসারের হাল ধরেছে। ১৭ বছর বয়সী সূর্য বাঁশফোড় ও ১৪ বছর বয়সী বিকাশ বাঁশফোড় কোনদিনই স্কুলে যায়নি।

৭ বছর বয়সী দেবা বাঁশফোড়, সুস্মিতা বাঁশফোড়, সোহানি বাঁশফোড়, ৯ বছর বয়সী সূবর্ণা বাঁশফোড় এখনও স্কুলে যায়না। সুইপার কলোনীর মোট বাসিন্দার ৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ৮০ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়না।

নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার থেকে বেরোতে পারছেনা মেহেরপুরের দলিত জনগোষ্ঠিরা। নিজেদের রীতিনীতি ও বংশপরম্পরাই চলে আসা কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাদের জীবন। ফলে লেখাপড়ার দিক থেকে মুকুলেই ঝরে যাচ্ছে ৯০ ভাগ শিশু। শতকরা মাত্র দুইজন পেরোতে পারছে মাধ্যমিক লেভেল। অধিকাংশই ঝরে যাচ্ছে মাধ্যমিকে পৌঁছানোর আগে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা আরও করুণ। সাক্ষর জ্ঞান হলেই মনে করে তাদের লেখাপড়া আর দরকার নেই। এছাড়াও ১২-১৪ বছর বয়সেই বসতে হয় বিয়ের পিড়িতে।

মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম এর শিক্ষিকা সুমনা হালদার জানান, প্রাক-প্রাথমিকে আমরা খুব কষ্ট করে মন্দির ভিত্তিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসি। তবে ভর্তির পরও অনেক ক্ষেত্রেই তাদের স্কুলমুখী করা সম্ভব হয়না। নিজেদের পরিবার থেকেও তেমন একটা সাপোর্ট করে না বাচ্চাদের। আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্কুলমুখী করলেও শতভাগ উপস্থিতি কোন দিনই হয় না। এভাবে কোন রকম প্রাক-প্রাথমিক শেষ করলেও প্রাথমিকে পৌঁছাই প্রতি ৩০ জনে ১৫ জন। এই ১৫ জনের মধ্যে মাধমিক পর্যন্ত থাকে ১-২ জন। কারণ হিসেবে এই শিক্ষিকা জানান, নিজেদের রীতিনীতি কৃষ্টি-কালচার থেকে বের হতে পারেনা তারা। বাইরের সমাজ ব্যবস্থা বা বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের কাছে আলাদা মনে হয়। দলিতদের সর্বোচ্চ চাহিদা থাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত যাতে করে কোন সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসেবে চাকরি করতে পারে।

সুইপার কলোনীর অজয় বাঁশফোড় ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সেমিস্টারের ছাত্র, অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সে তার শিক্ষা জীবনকে চালিয়ে নিচ্ছে। তার মতে- দলিত শিশুরা বিদ্যালয়মুখী না হওয়ার পিছনে বেশ কিছু কারণ আছে তার মধ্যেঃ – শিক্ষার প্রতি অনিহা, অভিভাবকদের অনিচ্ছা, উন্মুক্ত স্থানে দলবদ্ধভাবে নেশা করা, যেকোন অনুষ্ঠানে অপ্রয়োজনে অর্থ ব্যয়, নিজস্ব সমাজ ছাড়া অন্য সাধারণ সমাজের মানুষের সাথে খোলা মেলা মিশতে না দেওয়া, প্রতিবছর কমপক্ষে ১৮-২০ টি নানান ধরণের অনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করা সহ অহেতুক কিছু বিধি নিষেধ আরোপের কারণে শিশুরা স্কুলমুখী হয় না। এছাড়া নিজেরা নিজেদের পরিচয় গোপন করে চলতে হয় যা একধরণের মানসিক হিনমন্যতা তৈরী করে। তাঁর মতে, নিজেদের অনুশাসনগুলো পরিবর্তন করতে হবে। রাষ্ট্রের আইন ছাড়া অন্য কোন আইনে চলার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

গাংনীর দলিত হরিজন উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস বলেন- ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- অধিকাংশ পিতা মাতা নিরক্ষর। অন্নের ব্যবস্থা হলেই তারা খুশি। গন্ডিবদ্ধ চিন্তা ধারা, শিক্ষা ছাড়া যে উন্নত জীবন পাওয়া সম্ভব নয় সেই বোধ তাদের মধ্যে নেই। কিছু ছাত্র ছাত্রী পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাইলেও অশিক্ষিত গোত্র প্রধানরা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে চাই। বাল্য বিবাহ একটি বড় কারণ। এদের অনেকেই মদ গাজা ভাং নেশাগ্রস্ত। যা আয় করে তা নেশা করেই শেষ করে ফেলে। অনুপ্রেরণা দানের লোকের অভাব। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ অপ্রতুল। উচ্চ বর্ণ ও গোত্রের লোকজনের অবহেলা ও ঘৃণা।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আপিল উদ্দিন জানান, একিভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন বৈষম্য নেই। সেক্ষেত্রে দলিত শ্রেণীর শিশুরাও প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি হতে পারবে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তাদের বিদ্যালয়মূখী করতে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের এ বিষয়ে তদারকি দরকার।
মেপ্র/ইএম

গাংনীতে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের কাষ্টদহ গ্রাম থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের এসআই জহির রায়হানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল বোমা সদৃশ্য বস্তুটি উদ্ধার করে।

এসআই জহির রায়হান জানান,কাষ্টদহ গ্রামে একটি বোমা পড়ে আছে- এমন সংবাদ পেয়ে পানি ও বালি ভর্তি বালতিতে করে সেটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে বস্তুটি পরীক্ষার পর বলা যাবে সেটি বোমা নাকি অন্য কিছু।

মেপ্র/ইএম

চুয়াডাঙ্গায় আইনজীবী ও জজশীপের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাল্টাপাল্টি হামলার

চুয়াডাঙ্গায় আইনজীবী ও জজশীপের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার পর ভারপ্রাপ্ত জেলা জজ বজলুর রহমান, জজ আদালতের পেশকার নূরুল ইসলাম এবং সেরেস্তাদার সহকারি জহুরুল ইসলামকে প্রত্যাহারের দাবী তুলে আদালত বর্জণের ঘোষণা দিয়েছে জেলা আইনজীবী সমিতি। জজশীপের নাজির পদে দু’জনের পদায়ন নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার দুপুরে এসব ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, সম্প্রতি বিদায়ী জেলা জজ আলাদা দুটি আদেশে পেশকার নূরুল ইসলাম এবং সেরেস্তাদার সহকারি জহুরুল ইসলামকে নাজির পদে

পদায়নের সুপারিশ করেন। একই পদে দু’জনের পদায়নে সৃষ্ট জটিলতার বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত জেলা জজ বজলুর রহমানের সাথে কথা বলতে যান আইনজীবী সমিতির নেতারা। এসময় জজশীপের কর্মচারীদের সাথে বাকবিতন্ডা হয় আইনজীবীদের। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর জেলা আইনজীবী সমিতি জরুরী সভায় বসে।
জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন জানান, ‘সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বিচারকের কাছে গেলে আদালতের কর্মচারীরা লাঠিশোটা নিয়ে হামলা চালায়। এতে দু’জন আইনজীবী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আইনজীবীরা আদালত বর্জণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’
চীফ জুডিশিয়াল আদালতের নাজির ওসমান গণি বলেন, বিচারকের কার্যালয়ে আইনজীবীরা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছেন। এ সময় তারা বিচারকের টেবিলে ভাঙচুর চালায়।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ খান জানান, আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনজীবীদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

চুয়াডাঙ্গা সদরে বাংলাদেশ বেতারের ‘তারুণ্যের কন্ঠ’ অনুষ্ঠান

তরুণ-তরুণীদের মাঝে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ, অল্প বয়সে গর্ভধারণের ঝুঁকি এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের সুবিধা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের ‘তারুণ্যের কন্ঠ’ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ১৮ মার্চ ২০২১ খ্রিঃ শনিবার চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আয়োজন করা হয়।বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল নিয়মিতভাবে এই অনুষ্ঠান করে থাকে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিকুর রহমান, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সোহেল আহমেদ

,সরোজগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার,সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নাজিম উদ্দীন ও উপজেলার ০৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিকুর রহমান বলেন,‘বাল্যবিয়ে আমাদের জন্য অভিশাপ।বাংলাদেশ বেতারের এই অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে।বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।তাই বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। আগামী ২৭মার্চ ২০২১ তারিখ শনিবার রাত ৮.১০ মিনিটে ঢাকা- ক এবং এফ এম ১০৬ মেগাহার্জে ও বাংলাদেশ বেতারের এ্যাপসে সজীব দত্তের সঞ্চালনায় উপপরিচালক আমিরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান) তোফাজ্জল হোসেন এর প্রযোজনায় ধারণকৃত এ অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে।